দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... NOV. 22 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রাম ভার্সিটির ছাত্রলীগ ক্যাডারদের পরস্পর বিরোধী অবস্থান ঃ ক্যাম্পাসে নৈরাজ্য

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন মুজিববাদী ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের অশুভ প্রভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ভার্সিটি প্রশাসনের একটি অংশের প্রত্যক্ষ মদদে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা কয়েক গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পরস্পর বিরোধী সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছে। ফলে ছাত্র-শিক্ষকরা একপ্রকার জিম্মি হয়ে পড়েছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

গত শনিবার সেখানে দুই গ্রুপের সশস্ত্র সংঘাতের পর গতকাল শনিবার এক আকস্মিক ধর্মঘটে বিশ্ববিদ্যালয়ে মারাত্মক অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। শনিবার ছাত্রলীগ সভাপতি শাহজাহানের ওপর হামলার দায়ে পুলিশ প্রতিদ্বন্দ্বী বেলাল নূরী গ্রুপের তিনজনকে গ্রেফতার করেছিল। গ্রেফতারের প্রতিবাদে বেলাল নূরী গ্রুপ গভীর রাতে ধর্মঘটের ঘোষণা দেয়। পুলিশ জানায়, ভোর রাতে বেলাল নূরী গ্রুপ ভার্সিটির মূল ফটকসহ একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয়। পরিবহন দফতরে তালা দেয়ায় সকালে শিক্ষক বাস বের হতে পারেনি। সকাল ৯টার দিকে পুলিশ এসে সব তালা ভাঙ্গে। এরপর বাস বের হলেও শিক্ষকবৃন্দ সময়মত ক্যাম্পাসে পৌঁছতে পারেননি। এছাড়া শার্টল ট্রেন বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রছাত্রীরাও ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। ফলে বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, গতকাল বিভিন্ন বিভাগে অনার্স ও মাস্টার্সের পরীক্ষা ছিল। কিন্তু ছাত্রলীগের আকস্মিক ধর্মঘট ও আভ্যন্তরীণ কোন্দলের সংঘাতময় [illegible] পরীক্ষার্থীই হলে উপস্থিত হতে পারেননি। ফলে বহু বিভাগের পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে হয়েছে। চরম ভোগান্তির শিকার হয়েছেন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকবৃন্দ। কয়েকজন নিরপেক্ষ শিক্ষক ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, এমনিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভয়াবহ সেশনজট বিরাজ করছে। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে শিক্ষকবৃন্দ শুক্রবারেও পরীক্ষা নিচ্ছেন। সে অবস্থায় ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দল সংঘাত এবং আকস্মিক ধর্মঘটে পরীক্ষা না হওয়া দুঃখজনক।

সূত্র মতে, ছাত্রলীগের কোন্দলের নেপথ্যে রয়েছে ভার্সিটির ভিসি-প্রো-ভিসির প্রত্যক্ষ মদদ। সাম্প্রতিক সময়ে ভিসি-প্রো-ভিসি ব্যক্তিগত ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে ছাত্রলীগ।